সংবাদ

SEP. 19 2006

তারিখ ... SEP 19 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সোমবার গাজীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) ২০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন –পিআইডি

## আইইউটি'র সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

# সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে নিতে জ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই

প্রতিনিধি, গাজীপুর

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছেন, ইসলামে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানের চর্চাকে ইবাদতের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে হলে জ্ঞানের নিরন্তর অনুশীলন ও চর্চার কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগে মুসলিম মনীষীদের অবদানে চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সমৃদ্ধ হয়েছিল। কাব্য, সাহিত্য, দর্শনসহ মানবিক বিদ্যার ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ছিল ইসলামী সভ্যতারই ফসল।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সোমবার দুপুরে গাজীপুরের বোর্ডবাজারে অবস্থিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) ২০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আইইউটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. ফজলে এলাহী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রেজিস্ট্রার এম. আহসান হাবিব। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব ও আইইউটির চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. একমেলেদিন ইহসানুগুলের বাণী পাঠ করেন ওআইসির মহাপরিচালক ড. রাজালি বিন মুহম্মদ নুরদিন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. মইন খান, শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আমানুল্লাহ আমান।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণের শেষ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা

নেই : পৃ: ১১ ক: ৭

## নেই : বিকল্প

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পর্ষদের ৩২তম সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন কোর্সে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ওআইসি সদস্যভুক্ত ১৪টি দেশের ১৯৯ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি ও সনদপত্র দেয়া হয়। ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশের ছাত্র মো. মহিউদ্দিন খান বিএসসি ইন সিআইটি পরীক্ষায় ৫ পয়েন্টের মধ্যে ৪.৯৯ পয়েন্ট পেয়ে ওআইসি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়া বাংলাদেশের ছাত্র নাসিব আহমেদ আদনান বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স) পরীক্ষায় ৪.৯৭ এবং মো. রাজু আহমদ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) পরীক্ষায় ৪.৯৭ পয়েন্ট পেয়ে আইইউটি স্বর্ণপদক ২০০৫ লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের গলায় স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট দেয়া হয়।

বেলা পৌনে ১২টায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, গভর্নিং বডি, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানান। প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তন গাউন পরে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং অন্যদেরসহ বর্ণাঢ্য সমাবর্তন শোভাযাত্রা সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনের মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে উপস্থিত হন। এ সময় সবাই করতালি দিয়ে তাদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ফজলুল হক মিলন, সাবেক মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এমএ মান্নান, সাবেক এমপি হাসানউদ্দিন সরকার, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কূটনৈতিক মিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন সহস্রাব্দে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে। নিত্য-নতুন পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বে টিকে থাকতে এবং সামনে এগিয়ে যেতে হলে, মুসলিম বিশ্বকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বিশেষত সামরিক প্রযুক্তিসহ সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে হবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়তে হলে এটা আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিককালে কোন কোন গণমাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ধর্মীয় সন্ত্রাস আখ্যা দেয়া হচ্ছে। নানাভাবে, নানা অজুহাতে ইসলাম ধর্ম ও তার অনুসারীদের খাটো করার চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক বিকাশ, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাধ্যমে আমাদের এসব অপতৎপরতার সমুচিত জবাব দিতে হবে। আর এজন্য বিশ্বব্যাপী ইসলামী উম্মাহর পারস্পরিক সমঝোতা, সংহতি ও ঐক্য আজ খুবই জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যারা এক সময় বিশ্বকে পথ দেখিয়েছি, তারা এখন দিকবিভ্রমে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের অগ্রযাত্রায় নিরুপায় দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারি না। উম্মাহর সবাই আন্তরিক ও উদারভাবে এগিয়ে এলে আমি কথা দিচ্ছি, আমরাও সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেব।